ভোরের কাগজ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পাঠ্যপুস্তক কেলেঙ্কারি

শহিদুল ইসলাম

'২০০১ শিক্ষাবর্ষের প্রথম মাসটি এখন শেষের পথে অথচ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ৬০টি বইয়ের মধ্যে মাত্র ছয়টি বই সামান্য সংখ্যায় পৌঁছেছে এর ফলে ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন খালি হাতে আর হাজিরা দিয়ে ফিরে আসছে বাড়িতে ' আমার মনে হয়, এ রিপোর্ট কেবল চাঁপাইনবাবগঞ্জের বেলায়ই সত্য নয়, বাংলাদেশের সমস্ত অঞ্চলের সকল ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকবৃন্দ এ সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন অভিভাবকবৃন্দ তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তার মধ্যে দিনযাপন করছেন অথচ আমাদের কর্তাব্যক্তিরা ঢাকায় বসে এই বাস্তব সংকটের অস্তিত্বই অস্বীকার করে চলেছেন এরচেয়ে নিদারুণ কৌতুক আর কি হতে পারে?

রাজশাহীর বহুল প্রচারিত দৈনিক সোনালি সংবাদের চাঁপাইনবাবগঞ্জ ব্যুরোর এ রিপোর্টে আরো কিছু সত্য বেরিয়ে এসেছে, দেশের প্রতিজন ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকবৃন্দ তাদের জীবন ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা দিয়ে তা উপলব্ধি করছেন রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে ইংরেজি, বাংলা ও অঙ্ক বইয়ের মাত্র কয়েকটি সেট বিক্রি করতে পেরেছেন নোট বইসহ বইতে লেখা দামের চেয়ে বেশি দাম দেওয়ার কারণে এবং নোট বই নিতে বাধ্য করার জন্য 'পরিচিত ক্রেতাদের সঙ্গে' দোকানির সম্পর্কের অবনতি হয়েছে তাই দোকানিরা নোট বইসহ আর বই আনবেন না বলে জানিয়েছেন। এতে পরিষ্কার হয় যে, বর্তমান বই সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে মফস্বলের বই বিক্রেতারা যখন ঢাকার রাঘব বোয়ালদের কাছে পাঠ্যপুস্তক আনতে যান, তখন তাঁদের নোট বই কিনতে বাধ্য করা হয় তা না হলে তাদের শূন্য হাতে বাড়ি ফিরতে হয়। জানা যায় নওগাঁর বড়ো পুস্তক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান 'রহিম বুক ডিপো'র লোকজন ঢাকায় কয়েকদিন অবস্থান করে শূন্য হাতে ফিরে এসেছেন বই না পেয়ে ' কেন বই পেলেন না? তারা জানান নোট বই ছাড়া বই নিতে হলে বোর্ডের প্রতিটি বইয়ের জন্য ২০/২৫ টাকা বেশি দিতে হয়।' (দৈনিক সোনালি সংবাদ ২৯ জানুয়ারি ২০০১) এদিকে পুরোনো বই দিয়ে শিক্ষকগণ দু/তিনটি করে ক্লাস নিচ্ছেন কিন্তু মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর থেকে ছাত্রছাত্রীদের পুরোনো বই কেনা ও পাঠদানে বিরত থাকার জন্য একটি চিঠি পাঠানোর ফলে সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে সমস্ত স্কুল কার্যত নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে

এ তো গেলো চাঁপাইনবাবগঞ্জের কথা। এখান থেকে দূরের একটি জেলার দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। এ বিষয়ে ফরিদপুর থেকে অশোকেশ রায় জানিয়েছেন যে সেখানে বইয়ের জন্য হাহাকার পড়ে গেছে (দৈনিক ভোরের কাগজ ২৯-১-২০০১) ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের বইয়ের চাহিদা ২ লাখ ৫ হাজার সেট। আর ইংরেজি, বাংলা ও অঙ্ক বইয়ের মাত্র ১ লাখ ৯০০ বই জেলার বইয়ের দোকানগুলোতে এসেছে বিভিন্ন বই বিক্রেতার নাম উল্লেখ করে প্রতিবেদক জানিয়েছেন যে প্রতিটি বই লেখা দামের চেয়ে ১০ শতাংশ বেশি দিয়ে কিনে আনতে হয়েছে। তার ফলে বইতে লেখা দামে বই বিক্রি করা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না বেশি দাম নিতে গিয়ে ক্রেতার সঙ্গে বিক্রেতার বচসা নিত্যদিনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই বচসা সামাল দিতে বিক্রেতারা উঁচু দামের নোট বই গছিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে বলে জানা যায় ফরিদপুরের বই সংকটের কথা সেখানকার জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ওয়াহিদ উদ্দিন আহমেদ স্বীকার করেছেন। কিন্তু তিনি ... যে, এ বিষয়ে তাঁর কিছু করার নেই। শুধু ... কোনো জেলা শিক্ষা কর্মকর্তারই কিছু ... নেই কারণ বই কেলেঙ্কারির শেকড় ...গভীরে- খোদ রাজধানীতে সংশ্লিষ্ট জগতের ...দিনের সুতো সেই দুর্নীতির শেকড় একই ...প্রকাশ হওয়া দুটি কাগজে বই কেলেঙ্কারির খবর ... প্রমাণ করে যে, এ সংকটের হাত ...বাংলাদেশের এক ইঞ্চি জায়গাও মুক্ত ...ঢাকায় বসে কর্তারা কথার ফুলঝুরি ...স্বীকার করে তা মোকাবিলা করতে পারবে না

আর যে অল্প সংখ্যক বই বাজারে এসেছে তার মান নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে মজার মজার খবর বেরুচ্ছে প্রায় প্রতিদিন যেসব বই বাজারে এসেছে সেগুলোর কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই খুবই নিম্নমানের এমন অভিযোগ সর্বত্র। 'পুস্তকার' বিরুদ্ধে নতুন মলাটে পুরোনো বই সরবরাহ করার অভিযোগ উত্থাপন করে মুখ্য মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা পর্যন্ত দায়ের করা হয়েছে সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে সিএমএম গত ২৩ জানুয়ারি বই প্রকাশে অনিয়ম তদন্ত করার জন্য দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে নির্দেশ দিয়েছে জাতীয় পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধেও পুরোনো পাঠ্যপুস্তক বাজারজাত করার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে (ভোরের কাগজ ২৪-১-২০০১) মামলার অভিযোগে উত্থাপিত হয়নি এমন অদ্ভুত বিষয়ও এখন প্রতিদিন দেশবাসীর দৃষ্টিতে আসছে। যেমন সমাজবিজ্ঞান বইয়ের মধ্যে গণিতের কয়েক ফর্মা ঢুকে যাওয়া, সপ্তম শ্রেণীর বইয়ের মধ্যে নবম শ্রেণীর বইয়ের কিছু অংশ জুড়ে দেওয়া। এসব দেখে মনে হচ্ছে,

দুর্নীতির পাগলা হাতিকে বই মুদ্রণ ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অন্দর মহলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে

এ দুর্নীতি কবে শুরু হয়েছে— এর শেকড় কতো গভীরে প্রোথিত- তা তদন্ত করার জন্য উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা যেতে পারে তবে স্বীকার করতেই হবে, এটা একটি জাতীয় বিপর্যয় হাল্কাভাবে নিলে চলবে না তাই এ বিষয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা উচিত বলে মনে হয়। কারণ গুটিকয় দুর্নীতিবাজ মানুষের জন্য সারা জাতিকে খেসারত দিতে হবে, এটা মেনে নেওয়া যায় না।

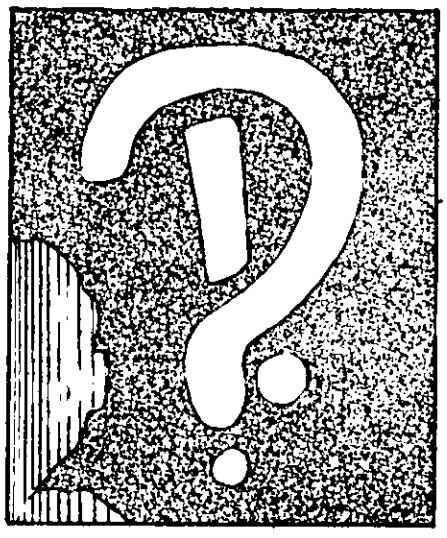

দরপত্রের শর্তানুসারে পুস্তকার সর্বোচ্চ ১০টি বইয়ের বেশি কাজ পাওয়ার কথা নয় তাহলে ৭৭টি বইয়ের সবগুলো প্রকাশনা ও বাজারজাত করার দায়িত্ব 'পুস্তকা' পেলো কেমন করে? সর্বনিম্ন দরপত্র হলেই কি এই বিশাল কাজের দায়িত্ব একটি মাত্র সংস্থার ওপর ছেড়ে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে? বুদ্ধিমানের কাজ যে হয়নি, আজ তা প্রমাণ হয়েছে তাহলে 'বেক্সিমকো'র তিনটি প্রকাশনা সংস্থা কি করে এই কাজটি বাগাতে পেরেছে তা খতিয়ে দেখা দরকার বেক্সিমকোর কর্তৃত্বাধীন পুস্তকা, শুকতারা ও দি প্রেস গতবারও ১০০ কোটি টাকার ওপর বই প্রকাশ ও বিতরণের কাজ পেয়েছিল গতবার তারা কতোটুকু সাফল্য অর্জন করেছিল তা কি খতিয়ে দেখা হয়েছে এবার? যদি না হয়ে থাকে, তাহলে প্রশ্ন আসে কেন দেখা হয়নি? গতবারের ব্যর্থতা যদি থাকে, তাহলে এবারে আড়াই কোটি বই প্রকাশ ও তা বিতরণের দায়িত্ব তাদের দেওয়া হলো কেন? তাহলে বুঝতে হবে বেক্সিমকোর খুঁটির জোর কতো? ক্রয়ের ক্ষেত্রে চুরি-দুর্নীতি ঠেকানোর জন্যই টেন্ডার পদ্ধতির প্রবর্তন কিন্তু আজ সবাই স্বীকার করবেন, খোদ টেন্ডার পদ্ধতিই আজ দুর্নীতির খপ্পরে টেন্ডারের মাধ্যমে আট টাকা দামের রেড দিয়ে কলম ১৩ টাকা দামে কেনার অভিযোগও আমাদের কানে আসে।

এ পর্যন্ত লেখার পর মনে হলো রাজশাহীর পাঠ্য বইয়ের বাজারটা একটু ঘুরে দেখে এলে কেমন হয়? সরস্বতী পূজার ছুটি একটা রিকশা নিয়ে সাহেব বাজার ও নিউ মার্কেটের বই পাড়ায় ঘুরে এলাম গত বিশ বছর ধরে নিজের ছেলেমেয়ের জন্য বই কিনতে গেছি রাজশাহীর বই বাজারে মানুষ গিজ গিজ করতো লাইন দিয়ে আমার এক পরিচিত দোকান থেকে বই কিনেছি। এবারে আশ্চর্য হয়ে গেলাম, দোকানিরা

> **এ দুর্নীতি কবে শুরু হয়েছে-**
> **এর শেকড় কতো গভীরে প্রোথিত-**
> **তা তদন্ত করার জন্য উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা যেতে পারে। তবে স্বীকার করতেই হবে, এটা একটি জাতীয় বিপর্যয়। হাল্কাভাবে নিলে চলবে না। তাই এ বিষয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা উচিত বলে মনে হয়।**

সবাই ঝিমুচ্ছে কোনো ভিড় তো নেই-ই, যে দুএকজন আসছেন, তারাও নিরাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন আমার পরিচিত সবাই। তাঁদের জিজ্ঞাসা করে আরো অদ্ভুত খবর পেলাম। এবার রাজশাহীতে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের Sole agency পেয়েছেন কোনো পুস্তক ব্যবসায়ী নন- পেয়েছেন একজন ওষুধ বিক্রেতা। যারা গত ৪০/৫০ বছর ধরে বইয়ের ব্যবসা করছেন, তারা তার কাছ থেকে বই সংগ্রহ করে বিক্রি করছেন। আজ পর্যন্ত প্রত্যেক দোকানদার প্রতিটি ক্লাশের জন্য বাংলা, ইংরেজি ও অঙ্কের ২৫টি সেট ভাগে পেয়েছেন। সেগুলো চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে বিক্রি হয়ে গেছে। এখানেও একই অভিযোগ নিউ মার্কেটের সবচেয়ে বড়ো বইয়ের দোকানের মালিক জানালেন যে, তিনি ঢাকা থেকে বই পিছু ১০.০০ টাকা বেশি দিয়ে কিছু বই এনেছিলেন কিন্তু ক্রেতাদের সঙ্গে বেশি দাম নিয়ে প্রায়ই গোলমাল লেগেই আছে আমি দাঁড়িয়ে থাকতেই একজন ক্রেতার সঙ্গে তাঁর বাক-বিতণ্ডা চলছিল প্রতিটি বই পিছু একটা করে নোট বই ক্রেতাকে গিলতেই হবে। ক্রেতা নেবেন না। দোকানিও নোটবই ছাড়া পাঠ্যপুস্তক বিক্রি করবেন না ক্রেতা আমাকে চেনেন বললেন, 'স্যার আপনি তো লেখেন। লিখলে লিখবেন শুধু বেক্সিমকো নয়, বাংলাবাজারের প্রকাশকরাও এই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। তাঁরাও ছুটিয়ে ব্যবসা করে নিচ্ছেন আমি জিজ্ঞেস করি, 'কিভাবে?' ... দামে নোট বই বিক্রি করে' ... জানালেন দোকানিও দেখলাম এ ব্যাপারে মাথা নেড়ে সায় জানালেন বললেন, ... শিক্ষা নিয়ে ভালোই ব্যবসা করে যাচ্ছে ... মফস্বলের ক্ষুদে পুস্তক বিক্রেতারাই ... যাচ্ছি '

রাজশাহীর বইয়ের বাজারে গিয়ে ... হলো। জানা গেলো, স্কুলে পাঠ্যবই ... দুর্নীতির লড়াই হয় কেউ-ই খোলা ... নয় না জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড জোটবদ্ধ সমিতিসমূহ কিংবা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ইতিপূর্বে নাকি জোটবদ্ধ পুস্তক ব্যবসায়ী সমিতিসমূহের ওপর পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ... বিতরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ... স্কুলে স্কুলে বই পৌঁছাতে মার্চ-এপ্রিল ... গিয়েছিল। কাজেই আমার ... সমর্থন মিললো রাজশাহীর বইয়ের বাজারে গিয়ে ... প্রতি বছর ক্লাস শুরুর আগে যখন পাঠ্যপুস্তক ... প্রকাশ ও বিতরণের সময় আসে, ... একই ধরনের সংকট দানা বেঁধে ওঠে ... এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ... স্থায়ী কর্মচারী ইউনিয়ন তাদের ... ময়দানে অবতীর্ণ হয় এবং ... আদায়ের বিনিময়ে আন্দোলন ...

পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ও বিতরণ ... হুবহু একই খেলা হয়। সমগ্র ... অভিভাবক, সমগ্র দেশবাসী ... হয়ে পড়ে বেশি দামে বই ... ক্রেতাদের। ছেলেমেয়েদের ... বাবা-মা, অভিভাবকবৃন্দ বেশি দামে ... পারেন না। এ অনেকটা ... কৃষকদের যেমন অবস্থা হয়, ... সৃষ্টি হয়ে চলেছে বছরের পর বছর ... প্রায় পৌনে দুশো বছর আগে ১৮৩... আগস্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ... এর সিলেক্ট কমিটির সামনে ... রাজা রামমোহন রায় ভারতবর্ষের ... সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরের সময় ... জবাব দিয়েছিলেন : 'প্রকৃতপক্ষে ... কমিয়ে গেলে জমিদারদের ... চাষীদের সমস্ত ফসলই ... শ্রমজীবীদের বা তাদের পরিবারের ... থাকার জন্য যা কিছু ধানের ... থেকে অথবা কিছুই থাকে না ' ... পরিবর্তন হয়নি যে বছর পাটের ... হয়, সে বছর পাটচাষীকে ... পাটে আগুন দেওয়ার ঘটনা ... পাঠ্যপুস্তক রচনা, প্রকাশনা ও ... অবস্থা যেন অনেকটা তেমনই ... রোগ সারতে গেলে কড়া ... দিতে হবে এর যারা হোতা ... দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা ...

আমার বয়সি একজন ... কাছ থেকে আমার ছেলেমেয়ে ... তিনি বললেন একটি ... বললেও তার কথার বাস্তবতা ... না। তিনি বললেন, '... শিক্ষা ব্যবস্থা আছে ... একমাত্র শিক্ষা ছাড়া ... থাকা আর না থাকার ... মনে হয় আমরা সবাই ... সমাধানে হাত লাগিয়েছি ...

প্রধানমন্ত্রীর দু দুজন ... সরবরাহ করতে পারেন নি ... সেই দুষ্টচক্র, যারা চিহ্নিত ... করার সাহস রাখেন ... পারলে এই 'ক্রনি' ... উপশমের সম্ভাবনা

২৯-১-২০০১

শহিদুল ইসলাম : ... রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ... প্রযুক্তিবিদ্যা বিভাগ